মাইক্রোসফট সোশ্যাল: সামাজিক যোগাযোগ ক্ষেত্রের কি নতুন কিছু?

হাসান মাহমুদ

মাইক্রোসফটের নতুন নেটওয়ার্কিং সাইট www.So.cl-যাকে অভিহিত করা হয় সোশ্যাল বলে, শেষ পর্যন্ত তার বেটা ভার্সন বের করেছে। এটি মূলত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে বলে বলা হচ্ছে। কেননা ব্রাউজিং, সার্চ এবং আরো অনেক সুবিধা রয়েছে এই সাইটটিতে। তবে ফেসবুক, গুগল প্লাস, টুইটারের সাথে পাল্লা দিয়ে এটি কী পারবে নিজের জায়গা করে নিতে?

সোশ্যাল বের হওয়ার আগেই এর তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া

গত জুলাইয়ে মাইক্রোসফটের বেয়ার-বনস ভার্সনের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক 'টিউলেলিপ' নিয়ে ভুলবশত খবর প্রকাশ হয়। সোশ্যালের নামকরণের আগে এর নাম ঠিক করা হয় 'টিউলেলিপ'। তখন খবরে প্রকাশ, এর সেবা টুইটার ও ফেসবুকের মাধ্যমে লগইন হয়। তবে এক সপ্তাহের মধ্যে মাইক্রোসফট দ্রুত সাইটটি সরিয়ে ফেলে এবং বিষয়টি সম্পর্কে করা পোস্টগুলোও উঠিয়ে নেয়।

ফেসবুকের সাথে এ সাইটের ইন্টারফেসের রয়েছে খুবই সামঞ্জস্য। পাশাপাশি রয়েছে গুগল প্লাস ইলিমেন্টের সংমিশ্রণ।

সোশ্যালের নীরব যাত্রা

অনেকটা নীরবেই মাইক্রোসফট সোশ্যালের মুক্তি দেয় এ বছরের মে মাসে। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য বেটা ভার্সনে রাখা হয়েছিল এই সাইটটি। এসও ডট সিএল বা সোশ্যাল নামের সাইটটিতে ফেসবুক বা গুগল প্লাসসহ অন্য সামাজিক সাইটের মতো যোগাযোগ সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। সাইটটিতে আরো রয়েছে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়সহ ভিডিও চ্যাট সুবিধা।

মাইক্রোসফটের ফিউচার সোশ্যাল এক্সপেরিয়েন্স তথা ফিউজ ল্যাব সাইটটি তৈরি করে। মাইক্রোসফট জানিয়েছে, অনলাইন তথ্য বিনিময়ের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া সাইটটি শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেও সাইটটিতে প্রবেশ করতে পারবে।

প্রাথমিকভাবে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন, সাইরাকাস ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এবং কিছু স্কুলের শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ সাইটটি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। অবশেষে এই বছরের মে মাসে সবার জন্য উন্মুক্ত করা দেয়া হয় সাইটটি।

সোশ্যালের উদ্দেশ্য

মাইক্রোসফট সোশ্যাল বের করার উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করে, এটি শিক্ষার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল সার্চের একটি নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে। কেননা এটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এবং সার্চের সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ওয়েবপেজ শেয়ার করতে, যেভাবে ছাত্রছাত্রীরা একসাথে কোনো কাজ করে সেভাবেই এটি করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের এক মুখপাত্র জানান, এটি বর্তমানে নেটওয়ার্কিং এবং সার্চের যেসব সাইট রয়েছে সেগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নয় বরং কিভাবে সর্বনিম্ন উপাদান ব্যবহার করে নেটওয়ার্কিং এবং সার্চকে মিলিয়ে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় তার ওপরই একটি গবেষণার ফসল।

কিভাবে এলো এই সোশ্যাল

মাইক্রোসফটের নতুন সাইট সোশ্যাল-যা একত্রিত করেছে নেটওয়ার্কিং এবং সার্চ। এটি ছাত্রছাত্রীদের ওয়েবের মাধ্যমে বিভিন্ন খবর, ছবি এবং তথ্য সংগ্রহ এবং শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। সোশ্যালে মূলত ইন্টারনেট অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে পোস্ট তৈরি এবং শেয়ার করতে পারবেন, তবে এতে আরো অনেক কিছু যেমন টেক্সট, ছবি এবং ভিডিও ইত্যাদিও শেয়ার করা যাবে। মাইক্রোসফটের ফিউজ ল্যাব ফেসবুক, টুইটার এবং বিংয়ের ডাটাগুলোর ওপর বিশ্লেষণ করে তার ওপর ভিত্তি করে এই সাইটটি ডেভেলপ করে।

ফিউজ ল্যাবের ব্যবস্থাপক লিলি চেং জানান, আমরা চেষ্টা করেছি এমন একটি সাইট তৈরি করতে যেখানে খুব সহজে সমৃদ্ধ ও সুন্দর পোস্ট শেয়ার করার অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এখানে ব্যবহারকারী খুব সহজেই নিজের প্লাটফর্ম দাঁড় করাতে পারবে, অন্যদের অনুসরণ করতে পারবে, ফিড সেটআপ করতে পারবে, জনপ্রিয় চলতি বিষয় সার্চ করতে পারবে। এখানেও ব্যবহারকারীদের জন্য বোর্ড তৈরির সুযোগ রয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত এর ব্যবহার শুধু কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। এ ছাড়া এর নিউজ ফিড গুগল প্লাসের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবে সোশ্যালের কিছু ফিচারে নতুনত্ব রয়েছেই। যেমন-এর পার্টি ফিচারটি যেখানে আপনি কোনো মিউজিক ভিডিও অথবা 'টু অ্যান্ড হাফ মেন'-এর কোনো পুরনো পর্ব দেখে নিতে পারেন খুব সহজেই এবং চাইলে ভিডিও ফুটেজটির ব্যাপারে আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই নেটওয়ার্ক একই কমিউনিটির সদস্যদের ভালোলাগা, পছন্দের বিষয় ইত্যাদি বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করে। যেমন পছন্দের খাবার, ব্যান্ড ইত্যাদি। এর ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগের একটি পথ তৈরি হয়। যেহেতু এটি একটি ওপেন কমিউনিটি, তাই এখানে অনেক সময়ই এমন ছবি প্রকাশিত হতে পারে যা অনেকের বিরক্তির কারণ হতে পারে। আপনি চাইলে ওইসব ব্যবহারকারীর কার্যক্রম আনফলো করে দিতে পারবেন। সোশ্যালে সাইন ইন করতে হলে আপনাকে ফেসবুক অথবা উইন্ডোজ লাইভের মাধ্যমে তা করতে হবে।

কারা রয়েছে এর পেছনে

সোশ্যাল তৈরি করেছে ফিউজ ল্যাব নামের একটি ছোট্ট দল, যার সদস্য মাত্র ২৩ জন। ফিউজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রে অজি। লিলি চেংয়ের ▸

আগে তিনিই মাইক্রোসফটের ক্রিয়েটিভ পরিচালক ছিলেন যা পরে লিলি চেংকে হস্তান্তর করা হয়।

কী আছে এতে

মাইক্রোসফটের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর পরীক্ষার একটি ফসল হলো সোশ্যাল। এটি ডিসেম্বরে শুধু ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হলেও বর্তমানে যেকেউই এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এটি জনপ্রিয় সাইট ফেসবুক, গুগল প্লাস অথবা টুইটারের সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম নয় বরং এটি বিং সার্চ থেকে ওয়েব কনটেন্ট নিয়ে সাজানো হয়েছে এবং পিন্টারেস্টের মতো করে ইমেজ বোর্ড তৈরি করা হয়েছে।

সাইনিং আপ

আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা উইন্ডোজ লাইভ আইডি ব্যবহার করেই সোশ্যালে যেতে পারবেন। তবে অনেক সময়ই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সাইন ইন করতে চাইলে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সাইন ইনের পর একটি উইন্ডো দেখতে পাবেন, যেখানে আপনাকে কিছু সাধারণ আগ্রহের বিভাগ দেয়া হবে, যা সাধারণত মানুষ অনুসরণ করে থাকে। তবে সবসময় এটি কাজ করে না, তখন আপনার নিজের পছন্দমতো বিভাগ বেছে নিতে পারেন।

এক্সপ্লোর

একবার সোশ্যালের প্রাথমিক ধাপ পার করার পর পরবর্তী পর্যায়ে পাবেন এক্সপ্লোরের পেজ। এর মূল কলামটি জেনারেল ইন্টারেস্ট দিয়েই পূর্ণ থাকবে যা আপনি চাইলে অনুসরণ করতে পারেন। এর বামপাশে আরেকটি নেভিগেশন কলাম রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনার ফিডে কী দেখতে পারেন অথবা আপনার পেস্টে কী ধরনের বিষয়বস্তু শেয়ার করতে চান তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

ফিড

আপনার প্রোফাইলে নির্দিষ্ট কিছু পছন্দের বিভাগ যুক্ত করার পরবর্তী ধাপ হলো 'ফিড'। এটি অনেকটা ফেসবুক এবং গুগল প্লাসের মতোই। আপনার ফিডে দেখতে পাবেন অন্যান্য সোশ্যাল ব্যবহারকারীদের শেয়ার করা পাবলিক পোস্টগুলো। ফিডের নিচে 'কনভারসেশন' নামে আরেকটি বিভাগ রয়েছে, যেখানে অন্য সোশ্যাল ব্যবহারকারীদের সরাসরি মেসেজ পাঠাতে পারেন।

পোস্ট

এরপর নজর দেয়া যাক 'পোস্ট' বিভাগটিতে। এখানে কোনো বাহ্যিক বিষয়বস্তু পোস্ট করতে হলে আপনাকে প্রথমে কোনো একটি বিষয় পছন্দ করে এই পেজটির ওপরে বিংয়ের সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করতে হবে। সার্চের ফল পাওয়ার পর যে লিঙ্কটি আপনার পেস্টে যুক্ত করতে চান সেটির নিচে 'অ্যাড টু পোস্ট' বাটনটিতে ক্লিক করলেই হবে। এরপর কোনো মেসেজ যুক্ত করতে চাইলে লিখে ডানে ক্লিক করলেই হবে।

এ ছাড়া লিঙ্কটি ওয়েবসাইট থেকে গ্র্যাব করে এনে মেসেজ এন্ট্রি বক্সে দিয়ে 'অ্যাড লিঙ্ক'-এ ক্লিক করে পোস্ট করতে পারেন। যেমন কমপিউটার জগৎ-এর কোনো পোস্ট যদি শেয়ার করতে চাইলে ওই পোস্টটির লিঙ্কটি গ্র্যাব করে আপনার পোস্টে পেস্ট করে দিন, একটি কমেন্ট লিখুন। অন্যান্য ব্যবহারকারী চাইলে আপনার পোস্টের নিচের স্মাইলিতে ক্লিক করে আপনার শেয়ার করা লিঙ্কটি লাইক করতে পারে। অথবা তারা চাইলে এতে কমেন্ট করতে পারবে, এমনকি ই-মেইল অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে আপনার পোস্টটি শেয়ারও করতে পারে। এ ছাড়া আপনার পোস্টটি কেউ ট্যাগও করতে পারবে।

রিফ

গুগল প্লাস এবং ফেসবুকের মতো সোশ্যালে আপনি কমেন্ট করতে পারবেন কোনো পোস্টের ওপর এবং সেই পোস্টকে রি-শেয়ার করতে পারবেন। এখানে রিফ্রিং আপনাকে একটু ভিন্ন মাত্রা দেবে। রিফ করার মাধ্যমে আপনার শেয়ারকে কোলাবরেট করতে পারবেন এর আসল পোস্ট, কমেন্ট এবং এর সাথের সব লিঙ্কসহ।

প্রোফাইল

সোশ্যাল ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে তার নাম, তার ফেসবুক অথবা উইন্ডোজ লাইভের প্রোফাইল ছবি, ব্যবহারকারীর সাম্প্রতিক কার্যকলাপ প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া এর ফেসবুকের মতো একটি কভার ফটো বিভাগও রয়েছে।

ভিডিও পার্টি

এখানে ইউটিউবের যেকোনো ভিডিও দেখতে পারবেন। এতে কমেন্ট করতে পারবেন, প্লে-লিস্টে ভিডিও যোগ করতে পারবেন, প্লে-লিস্টের শীর্ষে যেকোনো ভিডিওকে সরিয়ে নিতে পারবেন এবং কোন ভিডিওটি সবচেয়ে কার্যকর ও উপাদানসমৃদ্ধ তা আপনি মার্ক করে দিতে পারেন, যাতে অন্যান্য ব্যবহারকারী সহজেই বুঝতে পারে।

ইন্টারেস্ট

এই বিভাগটি আপনার অনুসরণ করা মজার বিষয়গুলোকে তালিকাভুক্ত করে। প্রতিটি ইন্টারেস্টের নিজস্ব একটি পেজ রয়েছে, যেখানে ওই বিষয়ের ওপর অন্যদের পোস্টগুলোও পাবেন। এতে একটি কুইক সার্চ লিঙ্কও থাকে, যা নতুন ইন্টারেস্টের বিষয় খুঁজে পেতে এবং প্রোফাইলে যোগ করতে সাহায্য করে।

এখনই সোশ্যালের রিলিজ কেনো

বিংয়ের সার্চ ইঞ্জিনকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সোশ্যালের রিলিজ। বিংয়ের সার্চ ইঞ্জিনকে আরো গতিময় করে তোলার জন্য এবং গুগলের সাথে প্রতিযোগিতায় আসার জন্য এই রিলিজ। সোশ্যালের সাথে সাথে বিংয়ের সার্চ ইঞ্জিন আরো নতুন আঙ্গিকে এসেছে। এখন বিংয়ের সার্চ তিন কলামে রেজাল্ট দেখায় যা কি না ব্যবহারকারীদের জন্য আরো সহজ হয়ে গেছে। সোশ্যালের মূল থিমেই প্রাধান্য পেয়েছে সার্চ। এখন শুধু এটিই দেখার বিষয় গুগলের সাথে প্রতিযোগিতায় কতটুকু টিকে থাকতে পারে সোশ্যাল এবং বিং।

সোশ্যাল কি সফল হবে?

এটি সত্যিই ভাবার বিষয়। কেননা মাইক্রোসফট বলছে, এটি এখনো তাদের গবেষণাধীন রয়েছে। এটি এখন সবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নয়। যারা ফেসবুক, পিন্টারেস্ট ও বিং ব্যবহারকারী আছেন তাদের এই সাইটটি ব্যবহারের আগ্রহ না দেখানোই স্বাভাবিক। এ ছাড়া আমরা যদি অন্যান্য সোশ্যাল সাইটের সাথে তুলনা করি, তবে দেখা যায় গুগল প্লাসের যাত্রার প্রথম দিকে তারা খুব তাড়াতাড়ি তাদের ব্যবহারকারীর ভিত্তি তৈরি করে নিতে পারলেও এখন পর্যন্ত তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার এই বাজারের সিংহাসন দখল করে রাখলেও এখনও কঠিন যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তা ধরে রেখেছে। সুতরাং মাইক্রোসফটের জন্য তা আরও কঠিন হয়ে পড়বে, কেননা সময় এবং নতুনত্ব দুই দিক দিয়েই তারা পিছিয়ে আছে।

যেসব ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন

ব্যবহারকারীদের সিকিউরিটি এবং গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে মাইক্রোসফটের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মাইক্রোসফটকে ভাবতে হবে মোবাইল ফিচার দিয়ে। এই মোবাইলের যুগে শুধু কমপিউটারভিত্তিক কোনো সাইট নিয়ে নেতৃত্ব দেয়ার কথা ভাবাই যায় না। যেহেতু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ফোনের সাথে একটি ভালো অবস্থানে আছে, তাই এটি তাদের জন্য কোনো বড় সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

মাইক্রোসফট সোশ্যালকে 'খোলা অনুসন্ধানের ওপর একটি পরীক্ষা' বলে অভিহিত করেছে। কেননা এখানে আপনি যাই সার্চ করেন না কেনো তা অন্যান্য ব্যবহারকারী দেখতে পাবেন। যার ফলে একে সহজেই গুগল প্লাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। সোশ্যালের আরেকটি ফিচার আছে 'ভিডিও পার্টি' নামে, যা তারা নতুন বললেও মূলত এটি ইউটিউবের প্লে-লিস্টের মতোই। সুতরাং এই প্রতিযোগিতায় একই রকম সেবা নিয়ে এসে মাইক্রোসফট কতটুকু সফল হবে, তা সত্যি ভাবনার বিষয়।

ফিডব্যাক : *faisalb01@gmail.com*

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।